ইত্তেফাক

মঙ্গলবার মুক্তাঙ্গনে স্কুল কলেজ ও মাদ্রাসা এমপিওভুক্ত করার দাবিতে নন-এমপিও শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোট বিক্ষোভ প্রদর্শন করে

নন-এমপিও শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের অবস্থান সমাপ্ত

'দাবি না মানলে চরম মূল্য দিতে হবে'

॥ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥

জোট সরকারের শেষ সময়েও দাবি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শিক্ষক-কর্মচারীরা আন্দোলন করছেন। শিক্ষক-কর্মচারীদের বক্তব্য, দাবি মেনে নিতে সরকারের অপরাগতা কোথায়? তাদের তো বেতন ভাতা দিতে হবে না। দিবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বা পরবর্তীকালে যে সরকার ক্ষমতায় আসবে। গতকাল মঙ্গলবার শিক্ষক ও কর্মচারীদের সংগঠন তাদের দাবি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় সমাবেশ, অবস্থানসহ নানা কর্মসূচি পালন করেছে।

নন-এমপিও শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোট এমপিওভুক্তির দাবিতে টানা ৮ দিন অবস্থান ধর্মঘট শেষে গতকাল মঙ্গলবার মুক্তাঙ্গনে মহাসমাবেশ করে। সমাবেশে শিক্ষক নেতৃবৃন্দ বলেন, নন-এমপিও শিক্ষকরা ৪/৫ বছর বিনা বেতনে অত্যন্ত মানবেতর অবস্থায় শিক্ষকতা করে আসছেন। অথচ যেসকল শিক্ষক-কর্মচারী বেতন পাচ্ছেন কেবল তাদের বেতনই বৃদ্ধি করা হয়েছে। নেতৃবৃন্দ বলেন, নন-এমপিও শিক্ষকরা দেশের বিরাট একটি অংশ। তাদের দাবি মেনে না নিলে সরকারকে চরম মূল্য দিতে হবে।

সংগঠনের আহবায়ক ইব্রাহীম খলিলের সভাপতিত্বে সমাবেশে যুগ্ম আহবায়ক এমারত আলী, এসএম আশরাফ উদ্দিন ভুঁইয়া, সাহিদুর রহমান, আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

এবারের ঈদেও পূর্ণ উৎসব ভাতা না দেয়ায় জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্ট গতকাল মুক্তাঙ্গনে ও জেলা সদরগুলোতে কালো পতাকা নিয়ে সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল করে। মুক্তাঙ্গনে অনুষ্ঠিত সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, সরকার এক মাসের মধ্যে 'বন্ডে' টাকা দেয়ার কথা বলে দুই মাস পার করে দেয়ার পর এখন ক্ষমতা ছাড়ার দেড় সপ্তাহ আগে 'ডেফার্ড পেমেন্টে' ৫ ভাগ প্রদানের কথা বলে নতুন করে ধোঁকা দেয়ার অপকৌশলে লিপ্ত হয়েছে। সমাবেশে ফ্রন্টের প্রধান সমন্বয়কারী অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদের সভাপতিত্বে আজিজুল ইসলাম, অধ্যক্ষ মোঃ শাহজাহান, অধ্যাপক